Publication No. fldr. 1/2014-2015

অগভীর নলকূপে পানি বিভাজন যন্ত্রের ব্যবহার

সম্পাদনায়

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক (গবেঃ অবঃ)
ড. মোঃ আবদুল- াহ, পরিচালক (তৈলবীজ), অবঃ

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১।

কারিগরি সহযোগিতায়

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর।
টেলিফোনঃ+৮৮০২৯২৬১৫১২
মোবাইলঃ ০১৭১১৫৭০৪১

মুদ্রণেঃ মাইশা প্রিন্টিং প্রেস

দোকান নং- ৫০০+৫০১, লেনঃ৮
বাকুশাহ মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইলঃ ০১৮১৮৮০৫২৪৫

ভূমিকা

দো-আঁশ বা বেলে-দো আঁশ মাটিতে মসলা জাতীয় শস্যসহ সব্জি ফসলে অগভীর নলকূপ দিয়ে সেচ দেওয়ার সময় অত্যাধিক পানি প্রবাহের কারণে গাছের গোড়ার মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, গাছের মূলের ক্ষতি হয় এবং পানির অপচয় হয়। এতে শস্যের ফলন অনেক কমে যায়। কিন্তু নলকূপের এই পানি প্রবাহকে যদি বিভাজন করে ব্যবহার করা যায়, তাহলে এই সব সমস্যার অনেকাংশই দূর করা সম্ভব। প্রবাহ হার কম হলে এবং তা পলিথিন অথবা পিভিসি পাইপের সাহায্যে ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করলে পানি প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এ লক্ষ্যেই সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিজ্ঞানীগণ অভগীর নলকূপের পানি বিভাজন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। যন্ত্রটির সাহাযো একই সঙ্গে ৪ (চার) জন কৃষক ১টি অগভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করে বিভিন্ব ক্ষেতে সেচ দিতে পারে। এতে ফসলে সেচ খরচ কম পড়ে।

পেঁয়াজ ক্ষেতে সেচের জন্য অগভীর নলকূপের পানি বিভাজন যন্ত্রের ব্যবহার

সুবিধাসমূহ

- যন্ত্রটি একই সময়ে ব্যবহার করে ২ থেকে ৪ জন কৃষক ভিন্ন ভিন্ন ফসলে সেচ দিতে পারে।
- যন্ত্রটি ব্যবহার করে হাল্কা বুনটের মাটির ক্ষয় এবং চারা গাছের ক্ষতি রোধ করা সম্ভব।
- পেঁয়াজে ও রসুনসহ অন্যান্য মসলাজাতীয় ফসল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি ফসলের জন্য যন্ত্রটি অধিকতর উপযোগী।
- পিভিসি উপকরণ দিয়ে এ যন্ত্রের তৈরি মূল্য প্রতিটি ৫০০-৬০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

বিভাজন যন্ত্রটি পিন্টু মেশিনারীজ, মদন পাল লেন, নবাবপুর, ঢাকা অথবা সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।